ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ওম সাই রাম
সুপ্রভাত

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 51 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২০৭ ● কলকাতা ● ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ৩১ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 16

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

লাগবে। দুনিয়ার কোণা কোণা থেকে লোক তোর দর্শনের জন্য আসবে। তোর এক ঝলক কারো মিলে যায় তো নিজের জীবনকে সার্থক ভাববে। তোর দৃষ্টি একবার তাদের উপর পড়ুক, এরকম ঐসব লোক চাইবে। ঐ সব লোককে পরমাত্মা পর্যন্ত পৌঁছানোর নিমিত্ত তুই হবি। তোর সংসার এত বড় বিশাল, জানিস? নিজের অজ্ঞানতার জন্য তুই নিজের পরিবারকেই নিজের সংসার ভেবে বসেছিলি। এবার দেখবি, আমি তোকে তোর নিজের সংসারের সঙ্গে মেলাব।"

আমি আশেপাশে দেখলাম, ওখানে কোন কুত্তাও ছিল না। আর মনে ভাবলাম, "ইনি তো আমাকে নির্জন স্থানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আর এদিকে বলছেন লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে মেলাবেন। **ক্রমশঃ**

জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিঘার পর বিঘা জমি জবরদস্তি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সেই জমি ফিরে পেতে থানায় নালিশ জানালেন প্রায় শতাধিক কৃষক। ভাঙড়ের তাড়দহ অঞ্চলের তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলবল নিয়ে এসে তাড়দহ কাপাসাইট মৌজার জে এল নাম্বার ৩৮ এ প্রায় তিনশো বিঘা জমি হঠাৎ ঘিরে দেন বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানা এলাকার এই তাড়দহ কাপাসাইট মৌজা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি তথা আন্তর্জাতিক রামসারসাইটের অন্তর্ভুক্ত। এর পাশাপাশি সরকারি জমি তথা ১ নাম্বার খতিয়ান এর জমি বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরী বলেন, "২০১৬ সালে জমি

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE
Estd.: 1993
ADMISSION IS GOING ON

- Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.
- Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

ADIA মেরিলে 200 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের স্পিনিং অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া-ভারতের তৃতীয় টেস্ট ড্রয়ের পর জানান, সব ফরম্যাট থেকেই অবসর নিচ্ছেন তিনি।

অশ্বিন টেস্ট ফরম্যাটে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী হয়েই বিদায় নিচ্ছেন। ২৪ গড়ে ১০৬ টেস্টে ৫৩৭ উইকেট তার ঝুলিতে। ভারতের ক্রিকেটে অশ্বিনের সামনে আছেন কেবল ১৩২ টেস্ট থেকে ৬১৯ উইকেট নেয়া অনিল কুম্বলে।

বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতের ঘরের বাইরের সূচিতে নিয়মিত মুখ নন অশ্বিন। ভারতের পরের সিরিজ ইংল্যান্ডে। যখন খেলা হবে তখন তার বয়স হবে ৩৯। সবকিছু বিবেচনায় এখানেই ম্যান ইন ব্লুদের হয়ে শেষ দেখে নিয়েছেন অশ্বিন। ৫৩৭ উইকেটের পাশাপাশি ৩ হাজার ৪৭৪ রান তার নামের পাশে। আছে শ্রীলঙ্কার মুত্তিয়া মুরালিধরনের পাশাপাশি ১১টি ম্যান অব দ্য সিরিজের বিশ্বরেকর্ড।

অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে অশ্বিন বলেন, 'আমার এখানে আসার কথা ছিল না। কিন্তু একটা কথা সকলকে জানানোর জন্য এসেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই আমার শেষ দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আমি অবসর নিচ্ছি।'

টি-টোয়েন্টি ও ওডিআই থেকে অনেকদিন আগেই বাদ পড়েছেন অশ্বিন। শেষবার আন্তর্জাতিক টি২০ খেলেন তিনি ২০২২ সালে আর শেষ ওডিআই খেলেন গত বিশ্বকাপের সময়।

টেস্টে অশ্বিন অভিষেক করেন ২০১১ সালে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে অশ্বিন সেরা হন। দুটো ইনিংস মিলিয়ে তিনি নেন মোট ৯টি উইকেট। ২০১১ সাল থেকে ২০২৪ সালে এসে টেস্টের জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

টিকিট দেখতে চাইলে টিকিট পরিক্ষক আহত হলেন রেলের এক যাত্রীর হাতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- টিকিট না থাকায় যাত্রীকে ফাইন করতেই বিপত্তি! মহিলা টিকিট পরীক্ষককে মারধরের অভিযোগ যাত্রীর বিরুদ্ধে। গলায় ফিতের ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশনে। রেল সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতোই এদিন ক্যানিং স্টেশনে টিকিট পরীক্ষা করছিলেন। এক

এরপর ৪ পাতায়

বুধবার কল্যাণী হয়ে সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে রাষ্ট্রপতি

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

কল্যাণী এইমাসের সমার্বতন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার বাংলায় আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখান থেকে সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে যাবেন তিনি। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কলকাতার একাধিক রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ করা হবে যান চলাচল। জানা গিয়েছে, আজ, বুধবার সকালে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে দিল্লি থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রথমেই যাবেন কল্যাণীর এইমসে। সেখানকার প্রথম সমাবর্তনে যোগ দেবেন তিনি। সেখানে বক্তব্য রাখবেন তিনি। শংসাপত্র তুলে দেবেন তিনছাত্রের হাতে। সূত্রের খবর, কল্যাণীর অনুষ্ঠান শেষে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাবেন তিনি। এদিন রাতে রাজভবনে থাকবেন রাষ্ট্রপতি। আগামিকাল একটি বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। এরপর দুপুরে রওনা হবেন ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে নিয়ম অনুযায়ী থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তবে ব্যস্ততার কারণে তিনি থাকছেন না বলেই খবর। তাঁর পরিবর্তে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য উপস্থিত থাকবেন কল্যাণী এইমসে। রাষ্ট্রপতির সফরের কারণে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এইমস চত্বর। এদিকে বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতার একাধিক রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

নতুন মুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
নিবেদিত ওয়েব সিরিজ শুটিং শুরু হবে
কালচক্র
নতুন মুখদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে
অডিশন না দিয়ে অভিনয় সুযোগ পেতে হলে যোগাযোগ করুন পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সরদার-এর সাথে
যোগাযোগ নম্বর : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সমস্ত সুন্দরবন ঘুরে দেখতে চান
সুন্দরবনের বেড়াতে যাওয়ার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
"থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে"
স্বল্প খরচে ছোট ছোট ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন
মিতাশ্রী ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
মোবাইল : 9564382031

দিল্লি পুলিশের হাতে অত্যাচারিত এক বাঙালি মহিলা জানালেন সাংবাদিক বৈঠকে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বাঙালি বলে দিল্লির এক শ্রমিকের পরিবারের উপর অত্যাচার! শিশুকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ হওয়ার পরই অভিযোগ নস্যাৎ করে দেয় দিল্লি পুলিশ। এবার সেই অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ দিল তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠকে বসানো হল সেই মহিলাকে, যাঁকে অত্যাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।বুধবার মালদহে বাসিন্দা ওই মহিলাকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কুণাল ঘোষ জানান, কলকাতা পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করবেন ওই মহিলা।

মহিলার নাম সাজনুর পারভিন। দিল্লির পাণ্ডবনগরে থাকতেন তিনি। পরিবার সহ বেশ কয়েক বছর ধরে দিল্লিতে আছেন তাঁরা। বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। সাজনুর বলেন, “প্রথমদিন চারজন এসেছিল। বলা হল, পুলিশের লোক। আধার কার্ড দেখাতে হবে। স্বামীর খোঁজ করা হয়। আপনারা বাংলাদেশি। পালানোর চেষ্টা করবেন না। পরেরদিন আবার ৪ জন আসে। তার মধ্যে দুজন মহিলা ছিলেন। সঙ্গে যেতে বলা হয়।

সাজনুরের দাবি, একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাঁর ও তাঁর সন্তানের উপর অত্যাচার শুরু করা হয়। মহিলা বলেন, “আমাকে ২টো থাপ্পড় মারল। তারপর বলল জয় শ্রীরাম বল। আমি বললাম আমি মুসলমান। কীভাবে জয় শ্রীরাম বলব? তখন আমার পেটে লাথি মেরেছিল। ছেলেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও করে। ফেলে দিয়েছিল ছেলেকে। কানে এমন মেরেছিল যে কান থেকে রক্ত পড়ছিল। বলা হয়, ২৫ হাজার টাকা দিলে ছেড়ে দেওয়া হবে। স্বামীকে জানানোর পর শাশুড়ি টাকা নিয়ে পৌঁছয়। এরপর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর পুলিশ তাঁদের থানায় নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর চলে আরও অত্যাচার! সাজনুর বলেন, “আমাদের বলল, পশ্চিমবঙ্গ মানেই তো বাংলাদেশি। তোমরা তো বাংলাদেশি। এত ভয় দেখাচ্ছিল, যে কী বলব।অনেক জায়গায় সই করিয়ে নিয়েছে বলেও দাবি সাজনুরের।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দেখা যায়, এক দেড় বছরের শিশু ও এক মহিলাকে মেরেছে দিল্লি পুলিশ। সেই বর্ণনা দিতে শোনা যাচ্ছে এক ব্যক্তিকে। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ করে বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন মমতা। লিখেছিলেন, “পরিত্রাণ পেল না শিশুও। দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?পুলিশের আরও দাবি, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় মালদহের এক নেতার নির্দেশে ওই ভিডিয়ো বানানো হয়েছিল। এই ভিডিয়ো সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেও দাবি করেন পুলিশ আধিকারিক।

(১ম পাতার পর)

জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরার অভিযোগ, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

কেনাবেচা হয়েছে। তখন আমার কোন দায়িত্ব ছিল না। আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। আমি এসবের মধ্যে থাকি না।" তৃণমূল নেতৃত্বও এই নিয়ে মুখ খুলতে চাইনি।সেই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি চাষিরা মাঠে গিয়ে কাঁটাতার তুলে ফেলে দিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন। কলকাতা পুলিশের কেএলসি থানায় জমি দখলের অভিযোগ জমা দিতে আসেন।

ভাঙড়ের কে এল সি থানার তাড়দহ অঞ্চলের তাড়দহ কাপাসাইট মৌজায় 'পুটি বাবুর' ঘেরি বলে পরিচিত প্রায় তিনশো বিঘা এলাকায় শতাধিক চাষি চাষাবাদ করেন দীর্ঘদিন ধরে।এদের মধ্যে কারো নিজস্ব জমি, তো আবার কারও পাট্টার জমি।

অভিযোগ, সেই জমি একটি কোম্পানি জোরপূর্বক কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে নিচ্ছেন। চাষিদের বক্তব্য, স্থানীয় তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরীর মদতে বাইরের কোম্পানি জোরপূর্বক জমি দখল করে নিচ্ছে।

বনগাঁ-ক্যানিং-ডায়মন্ড হারবার লাইনের যাত্রীদের জন্য সুখবর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভিড়ের চাপে নাজেহাল শিয়ালদহ ডিভিশন। প্রতিদিন শিয়ালদহের বিভিন্ন রুটে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ঠাসাঠাসি ভিড়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয় সাধারণ যাত্রীদের। এই অবস্থা সামাল দিতে বিভিন্ন শাখায় ট্রেন পরিষেবা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল পূর্ব রেলের ডিআরএমের বৈঠকে।

এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিকে হকার মুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। বিধান নগর স্টেশন থেকে শুরু করা হয়েছে সেই কাজ। অন্যান্য ডিভিশনের তুলনায় শিয়ালদহের মেইন এবং দক্ষিণ শাখায় ক্রমশ ভিড় বাড়ছে বলেই দাবি রিপোর্টে।রেলকর্তারা বলছেন, গত কয়েকমাসে শিয়ালদহ ডিভিশনে ভিড় বেড়েছে কয়েকগুণ। সেই ভিড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবার শিয়ালদহ ডিভিশনের একাধিক স্টেশন থেকে ট্রেন পরিষেবা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল শিয়ালদহ ডিভিশন। বিশেষ করে, বিধাননগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বনগাঁ, ক্যানিং শাখায় ট্রেন পরিষেবা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার এবং বারাসত লাইনেও বৃদ্ধি করা হচ্ছে ট্রেনের সংখ্যা।

দিন দু'য়েক আগে শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা নিজের ডিভিশনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

আয়ুষ মন্ত্রক ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ওষুধের প্রচার করছে

আয়ুষ মন্ত্রক বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ওষুধের বিষয়ে প্রচারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রক আয়ুষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প তৈরি করেছে। এর আওতায় আয়ুষ মন্ত্রক ভারতীয় আয়ুষ সংক্রান্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক/আয়ুষ পরিষেবা প্রদানকারীদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সাহায্য ও আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচার করে থাকে। এমনকি এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও স্বীকৃতিদানে সহায়তা করে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়ুষ ক্ষেত্রের বাজার উন্নয়নে সাহায্য করে এবং বিশ্ব পর্যায়ে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এ বিষয়ে প্রচার জোরদার করার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষাবিদ ও গবেষণাকে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে।

গুজরাটের জামনগরে হু-জিটিএমসি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য হু-র সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই কেন্দ্রের লক্ষ্য হল, হু-র ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা কৌশল বাস্তবায়নে সাহায্য করা। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় ঐতিহ্যবাহী ও পরিপূরক ওষুধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ২৪ মে আয়ুষ মন্ত্রক এবং হু-র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও আয়ুষ মন্ত্রক ২৫টি দেশের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে। বিদেশে আয়ুষ অ্যাকাডেমিক চেয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ১৫টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছে। সহযোগিতামূলক গবেষণা/শিক্ষাগত সহযোগিতার জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ৫২টি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। এমনকি বিশ্বব্যাপি আয়ুষের প্রচার ও প্রসারের জন্য ৩৯টি দেশে ৪৩টি আয়ুষ ইনফরমেশন সেল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা হয়েছে। এছাড়াও আয়ুষ মন্ত্রক ভারতে স্বীকৃত আয়ুষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশীদের পড়ার জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে। বিগত দু বছরে আয়ুষ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া এবং অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে ভারত সরকার চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে। এছাড়াও ২০২৩, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে পেরু, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, আমেরিকা, চেক রিপাবলিক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং ঘানার সঙ্গে ভারত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত করেছে।

রাজ্যসভায় আজ এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও যাদব।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

জরুরী।সে কারণেই বহু প্রাচীনকাল হইতে এই পৃথিবী কে মাতৃ রূপে পূজা করে এসেছে তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষরা ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে নয় পৃথিবী জুড়ে।নদ-নদী জঙ্গল সবাইকে মাতৃ রুপে একটি আরাধ্য দেবী নামে পূজা করেছে এই জনজাতির মানুষেরা।জঙ্গলের দেবী বনবিবি অন্যদিকে জঙ্গলের সর্প সম্পদের দেবী মা মনসা।দেবী মনসা কে ? মা মনসার ধ্যান মন্ত্র অনুসারে- ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাম্ । হংসারূঢ়মুদারামস

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

টিকিট দেখতে চাইলে টিকিট পরিক্ষক আহত হলেন রেলের এক যাত্রীর হাতে

মহিলার কাছে টিকিট চাইতেই সমস্যার সূত্রপাত। তিনি অহেতুক বচসা শুরু করেন বলেই অভিযোগ। তা একপর্যায়ে চরম আকার নেয়। টিকিট পরীক্ষকের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন যাত্রী। জখম হন ওই রেল কর্মী। তাতেও থামেনি আক্রমণ। অভিযোগ, এরপর টিকিট পরীক্ষককে তাঁর পরিচয়পত্রের ফিতের ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করা হয়।পরিস্থিতি বেগতিক জানতে পেরে ছুটে যান রেলের অন্যান্য কর্মী ও পুলিশ। তারপর পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। ঘটনার জেরে হতভম্ব ওই মহিলা রেলকর্মী। ফাইন নিয়ে তারপরই অভিযুক্ত যাত্রীকে ছাড়া হয়। উল্লেখ্য, টিকিট পরীক্ষকদের সঙ্গে যাত্রীদের ঝামেলা নতুন ঘটনা নয়। প্রতিনিয়ত এধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকে। তবে পরিস্থিতি এতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা ভাবতে পারেনি কেউ। এদিনের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে টিকিট পরীক্ষকরা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যে রঘুবংশে রামের সঙ্গে যুদ্ধরত তাড়কা রাক্ষসীর রূপকে বলাকিনী কপালকুণ্ডলা কালীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছেঃ “তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী” (ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৬৫)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন ১৫ বছরেই বন্ধ, ফাটল ধরা পিলার ঘিরে প্রশ্নের মুখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

KAVI SUBHASH STATION IS TEMPORARILY CLOSED
METRO SERVICE AVAILABLE FROM SAHID KHUDIRAM STATION

কলকাতা :- মাত্র ১৫ বছরের মাথায় ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল কলকাতা মেট্রোর অন্যতম ব্যস্ত কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) স্টেশনটি। ব্লু লাইনের এই টার্মিনাল স্টেশনটি এখন অতীত হতে চলেছে। কারণ, একাধিক পিলারে ধরা পড়েছে মারাত্মক ফাটল। যাত্রী সুরক্ষার খাতিরে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে।

গত সোমবার দুপুর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্টেশনটির যাবতীয় পরিষেবা। এখন মেট্রো চলাচল সীমাবদ্ধ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টেশনের ১১, ১৬, ১৭ ও ২০ নম্বর পিলারে ধরা পড়েছে বিপজ্জনক ক্ষত। ফলত, স্টেশনটির পূর্ণাঙ্গ পুনর্নির্মাণ ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছে না কর্তৃপক্ষ।

মাত্র ১৫ বছরেই কেন এমন পরিণতি?

২০10 সালের ৭ অক্টোবর শুভ উদ্বোধন হয়েছিল এই ওভারগ্রাউন্ড মেট্রো স্টেশনের। কিন্তু এত দ্রুত কেন ভেঙে পড়ার উপক্রম, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের দাবি— অতিবৃষ্টির কারণে ফাটল ধরেছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা এই যুক্তিকে মানতে নারাজ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পার্থ প্রতিম বিশ্বাস বলেন, “এই ধরনের ফাটল একদিনে হয় না। মরচে পড়া, কাঠামোগত দুর্বলতা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের ফলেই এমন বিপর্যয় ঘটে।” তাঁর মতে, এই এলাকা এক সময় জলাভূমি ছিল, যা মাটির ভারবহন ক্ষমতা দুর্বল করে দিতে পারে। প্রকল্প পরিকল্পনার সময় তা যথাযথভাবে বিবেচিত হয়েছিল কিনা, সেটাও এখন বড় প্রশ্ন।

ভোগান্তির শেষ নেই যাত্রীদের

এই ঘটনার জেরে প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী পড়ছেন চরম দুর্ভোগে। বিশেষত, যারা কবি সুভাষ স্টেশন থেকে ট্রেন বদলে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় যাতায়াত করেন, তাদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। বিকল্প কোনও পরিষেবা বা যানবাহনের বন্দোবস্ত না থাকায় অসহায় যাত্রীদের পড়তে হচ্ছে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পার করার পরিস্থিতিতে।

পুনঃনির্মাণে সময় লাগবে এক বছর, চলছে টেন্ডার প্রক্রিয়া

মেট্রো সূত্রে খবর, সম্পূর্ণ স্টেশনটি পুনর্গঠন করতে অন্তত এক বছর সময় লাগতে পারে। ইতিমধ্যে ই-টেন্ডার ডাকা হয়েছে নির্মাণ কাজের জন্য। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করছেন ইঞ্জিনিয়ার এবং নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের দল।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা না কি প্রকৃতি?

এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে শহরের অন্দরমহলে। পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা শুধুমাত্র প্রকৃতি নির্ভর নয়, বরং এটি একেবারে প্রকল্প পরিকল্পনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শনের গাফিলতির জ্বলন্ত উদাহরণ। সঠিক সময়ে ফাটল ধরা পড়লে হয়তো এতটা বড়সড় ক্ষতি এড়ানো যেত।

শেষ কথা: কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে কবি সুভাষ স্টেশন কেবল একটি স্থাপত্য নয়, ছিল দক্ষিণ শহরতলির বাসিন্দাদের গুরুত্বপূর্ণ লাইফলাইন। সেই স্টেশনই আজ দাঁড়িয়ে আছে প্রশ্নের মুখে— অদূরদর্শী পরিকল্পনা, গাফিলতি নাকি প্রকৃতির রোষ, দায় কার?

(৩ পাতার পর)

বনগাঁ-ক্যানিং-ডায়মন্ড হারবার লাইনের যাত্রীদের জন্য সুখবর

হয়েছে, বিপুল পরিমাণে ভিড়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। এমনকী কোন রুটে কত ট্রেন চলছে এবং সেগুলোর সময়সূচি সম্পর্কেও তিনি একটি রিপোর্ট নেন।

বৈঠকের পরই মোট ১০টি ট্রেন ইতিমধ্যে বাড়তি দেওয়া হল শিয়ালদহের বিভিন্ন শাখার জন্য। বর্তমানে শিয়ালদহ ডিভিশনের দু’টি শাখা থেকে প্রায় ৯২৫-এর বেশি লোকাল ট্রেন ছাড়ে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন রেলকর্তারা। বৈঠকে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পরই বিষয়টা স্পষ্ট হয়।

হিসেব বলছে, বর্তমানে শিয়ালদহের মেইন এবং দক্ষিণ শাখা মিলিয়ে প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়া ওই ডিভিশনের বিধাননগর স্টেশন থেকে প্রতিদিন ১ লক্ষ ৭০ হাজার যাত্রী ট্রেনে ওঠানামা করেন। বৈঠকে আরও উঠে এসেছে, যেভাবে ভিড়ের চাপ বাড়ছে, তাতে ট্রেন বৃদ্ধি না করলে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এ ব্যাপারে রেলবোর্ড থেকেও ছাড়পত্র এসে গিয়েছে বলে শিয়ালদহ ডিআরএম অফিস সূত্রে খবর। সেই ছাড়পত্র পাওয়ার পরই জানা গিয়েছে, শিয়ালদহের বদলে বিধাননগর থেকে দু’টি ট্রেন কল্যাণী স্টেশনের জন্য ছাড়বে। আবার কল্যাণী থেকে ট্রেন ছেড়ে বিধাননগর স্টেশনে পৌঁছবে। শিয়ালদহে চাপ কমানোর জন্য এভাবেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনকে অন্তিম স্টেশন হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে বলে পূর্ব রেল সূত্রে খবর।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

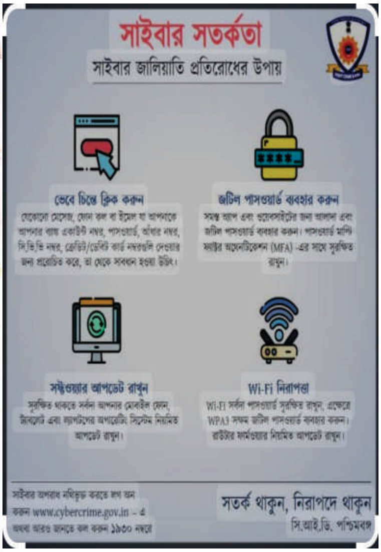

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সিভিভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন

সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

ইস্পাত উৎপাদনের বর্তমান ক্ষমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০20-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত বিগত ৫ বছরে অপরিশোধিত ইস্পাতের উৎপাদনের ক্ষমতা এবং উৎপাদন উভয়ই বেড়েছে। ২০20-২১ অর্থবর্ষে অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৪৩.৯১ মিলিয়ন টন এবং উৎপাদন ছিল ১০৩.৫৪ মিলিয়ন টন। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৫৪.০৬ মিলিয়ন টন এবং উৎপাদন ছিল ১২০.২৯ মিলিয়ন টন। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬১.৩০ মিলিয়ন টন এবং উৎপাদন হয়েছিল ১২৭.২০ মিলিয়ন টন। একইভাবে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৭৯.৫১ মিলিয়ন টন এবং উৎপাদন হয়েছিল ১৪৪.৩০ মিলিয়ন টন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হয় ২০০.৩৩ মিলিয়ন টন এবং উৎপাদন বেড়ে হয় ১৫২.১৮ মিলিয়ন টন।

যৌথ প্ল্যান্ট কমিটির সূত্র অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মোট ২০০.৩ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতার মধ্যে ৯৪.৪২ মিলিয়ন টন উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে এমএসএমই গুলি সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইস্পাত কেন্দ্রগুলির।

ইস্পাত হল একটি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ক্ষেত্র। সরকার ইস্পাত ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল নীতিগত পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করেছে। ইস্পাত ক্ষেত্রকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সরকার দেশীয় ইস্পাত নির্মাতাদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ ইস্পাতের বিষয়ে প্রচারে দেশীয়ভাবে তৈরি লৌহ ও ইস্পাত পণ্য (ডিএমআইঅ্যান্ডএসপি) নীতি বাস্তবায়িত করেছে। দেশীয় ইস্পাত শিল্পকে আমদানির ওপর সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রদানের জন্য আমদানি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ইস্পাত আমদানি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার সংস্কার করা হয়েছে। দেশীয় বাজারে নিম্নমানের ইস্পাত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি জনসাধারণের কাছে মানসম্পন্ন ইস্পাতের সহজলভ্যতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

লোকসভায় আজ এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভূপতিরাজু শ্রীনিবাস ভার্মা।

ট্রাম্পের পর এবার গাজা দখলের হুঁশিয়ারি ইসরাইলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাথার উপর আমেরিকা আছে, তাই ইসরাইলের ক্ষমতাও সীমাহীন। সংঘর্ষবিরতি না করলে গাজার বেশ কিছু অংশ দখল করা হবে। এবার কড়া সুরে হামাসকে হুঁশিয়ারি দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কিছুদিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, সংঘর্ষবিরতি না মানলে হামাসকে শেষ করে দেওয়ার। এবার ইজরায়েলের নয়া হুঁশিয়ারিতে কার্যত নরকে পরিণত হওয়া গাজায় নতুন করে আশঙ্কার মেঘ। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি জানান, হামাসকে ফের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হবে। যদি সেই প্রস্তাব তারা খারিজ করে সেক্ষেত্রে গাজা উপত্যকার বেশ কিছু এলাকা ইজরায়েল নিজের দখলে নিয়ে নেবে।

হামাসের দাবি, তাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে জোর করে চুক্তিতে সই করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ইস্যুতে সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, হামাস বরাবরই শান্তিবৈঠকে অনিচ্ছুক।

এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে দ্রুত ‘গাজা পরিষ্কার করার’ বার্তা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, “হামাস আসলে কোনও চুক্তি করতে চায় না। আমার মনে হয়, তারা মরতেই চাইছে।” হুঁশিয়ারির সুরে ট্রাম্প জানিয়েছেন, “হামাস যদি এই শর্তে রাজি না হয়, তা হলে ফল ভালো হবে না।

শুরু সুনামির তাণ্ডব, সঙ্কটে লক্ষ লক্ষ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুরু হয়ে গেল সুনামির তাণ্ডব। রাশিয়ার ভূমিকম্পের পরই আশঙ্কা ছিল সুনামির। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকাগুলিতে জারি করা হয়েছিল হাই-অ্যালার্ট। সতর্কতা জারি করা হয়েছিল আমেরিকা ও জাপানের একাধিক জায়গায়। এবার আশঙ্কা সত্যি করে দৈত্যাকার চেহারা নিয়ে আছড়ে পড়ল সুনামি।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল এবং হাওয়াইতে সুনামি সতর্কতা জারির পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছেন। লিখেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরে বিশাল ভূমিকম্পের ফলে যে কোনও মুহূর্তেই হাওয়াইতে আছড়ে পড়তে পারে বড় ঢেউ। সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শক্তিশালী থাকুন এবং নিরাপদ থাকুন!রাশিরয়া ভূমিকম্পের পরেই ২৫ ফুটেরও বেশি উঁচু রাক্ষুসে ঢেউ আছড়ে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী কামচাটকায়। সুনামি আছড়ে পড়েছে জাপানের হোক্কাইডো, আমেরিকার আলাস্কা এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেও। ইতিমধ্যেই জাপানের উপকূল-লাগোয়া এলাকা থেকে ৯ লক্ষ বাসিন্দাকে সরে যেতে বলা হয়েছে।

কামচাটকায় ভূকম্পনস্থলের কাছেই রয়েছে রাশিয়া ও আমেরিকার পারমাণবিক কেন্দ্র রয়েছে। কম্পনের পর জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয়তার আশঙ্কায় সমস্ত কর্মীকে বের করে দেওয়া হয়েছে। টোকিওয় আমেরিকার দূতাবাস খালি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সতর্কতা হিসেবে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও লস এঞ্জেলস উপকূল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য হেল্পলাইন চালু করেছে ভারতীয় দূতাবাস। নম্বরটি হল 415-483-6629।

সিনেমার খবর

শুটিংয়ে ফিরছে শুভ-সোহিনীর ‘লহু’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৩ সালের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভ ও টালিউডের প্রশংসিত অভিনেত্রী সোহিনী সরকারকে নিয়ে ঘোষণা আসে ওয়েব সিরিজ ‘লহু’-এর। পরিচালনায় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা রাহুল মুখোপাধ্যায়। প্রথমে জোরেশোরে কাজ শুরু হলেও হঠাৎ থেমে যায় শুটিং।

অনিশ্চয়তায় পড়ে যায় গোটা প্রজেক্টটি। পরে জানা যায়, ডিরেক্টরস ফেডারেশনের কিছু বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে শুটিং পরিচালনা করায় সমস্যায় পড়েন নির্মাতা। এমনকি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পরিচালককে সাময়িকভাবে সাসপেন্ডও করা হয়। এই ঘটনা টালিউড পাড়ায় বেশ আলোড়ন তোলে। তবে দীর্ঘ জটিলতা ও দ্বন্দ্বের পর শেষ পর্যন্ত মিলেছে সমাধান- নতুন করে শুরু হচ্ছে ‘লহু’-এর শুটিং। ভারতের গণমাধ্যম দ্য ওয়াল জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ডিরেক্টরস ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছে। এতে নির্মাতা এবং প্রযোজক উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট। পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘স্বরূপদার সহানুভূতি ও নেতৃত্ব ছাড়া এই সমাধান সম্ভব হতো না। তিনি আমাদের পাশে না দাঁড়ালে কাজটি আবার শুরু করাই যেত না।’

চরকির ভারতীয় শাখার কর্মকর্তা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করেন, “আমাদের দিক থেকেও কিছু ত্রুটি ছিল। স্বরূপদা সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার নতুন উদ্যমে আমরা ‘লহু’ শুটিং শুরু করছি। পাশাপাশি চরকির আরও কয়েকটি প্রজেক্টও পরিকল্পনায় রয়েছে।”

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ওটিটি প্লাটফর্ম চরকি ভারতের বাজারে যাত্রা শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় ‘লহু’ ছিল তাদের প্রথম বড় ভারতীয় প্রজেক্ট। তবে নিয়মভঙ্গজনিত কারণে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় এর কাজ। অবশেষে সব সংকট কাটিয়ে ‘লহু’ আবার ফিরছে ক্যামেরার আলোয়।

উচ্ছ্বসিত কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। প্রথমবারের মতো বলিউড অভিনেতা হৃত্বিক রোশনের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তিনি। আয়ান মুখার্জির পরিচালনায় ‘ওয়ার ২’ সিনেমা দিয়ে স্পাই ইউনিভার্সে নাম লেখাচ্ছেন তিনি। এরই মধ্যে সিনেমাটির সব ধরনের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। যে উপলক্ষে নির্মাতা ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একটি পার্টি রাখা হয়। পার্টিতে কিয়ারা উপস্থিত না থাকলেও হৃত্বিকের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে একটি ছবি শেয়ার করে এই নায়িকা লিখেছেন, ‘আমরা দুজনেই সিনেমাটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত। এটি আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় বাজেটের সিনেমা। এত বড় আয়োজনে এর আগে কোনো সিনেমায় অভিনয় করা হয়নি। তাই কাজের অভিজ্ঞতাও দুর্দান্ত। এ ছাড়া হৃত্বিক স্যারের মতো একজন অভিনেতার সঙ্গে পর্দা শেয়ার করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নির্মাতা ও তার কাছে কৃতজ্ঞতা। সিনেমাটি নির্মাণে অসাধারণ একটি টিম কাজ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে দুর্দান্ত একটি কাজ হয়েছে। আশা করছি দর্শক ভালোভাবে সিনেমাটি গ্রহণ করবে।’

ঠোঁট ফুলে বেহাল উরফি, ইনস্টায় শেয়ার করলেন কষ্টের ভিডিও

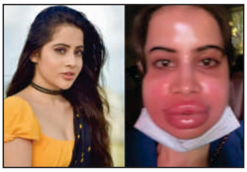

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের আলোচিত ও বিতর্কিত মডেল উরফি জাভেদ নানা সময় ব্যতিক্রমী পোশাক আর সাহসী রূপে চমকে দিয়েছেন ভক্তদের। তবে এবার তাকে দেখে উদ্বিগ্ন অনেকে। ঠোঁট ফুলে এমনভাবে বিকৃত হয়েছে যে এক ঝলকে দেখে চেনাই মুশকিল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, কিছুদিন আগে চোখ ও মুখ ফুলে গিয়েছিল উরফির। জানা যায়, অ্যালার্জির কারণেই তখন এমনটা হয়েছিল। এবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, তাঁর ঠোঁট এতটাই ফুলে আছে যে চেহারায়ই বড়সড় পরিবর্তন দেখা গেছে।

এক সাক্ষাৎকারে উরফি জানিয়েছেন, বহু বছর আগে তিনি ঠোঁটে ফিলার্স নিয়েছিলেন। তখন বোটক্সও করিয়েছিলেন। তবে এসব প্রসঙ্গে তিনি বরাবরই খোলামেলা কথা বলে এসেছেন। তার এই স্বচ্ছতা ভক্তদের প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

এইবার সেই পুরোনো ফিলার্স সরিয়ে ফেলতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, চিকিৎসক একের পর এক সুচ ফুটিয়ে ফিলার্স অপসারণ করছেন। উরফি জানিয়েছেন, তিনি এখন আর নতুন করে ফিলার্স করাচ্ছেন না, বরং পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া ফিলার্স সরিয়ে ফেলছেন।

ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘আমি ফিলার্স করাচ্ছি না। আগে করানো ফিলার্সটাই সরিয়ে ফেলছি। সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই চিকিৎসকের পরামর্শে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিন সপ্তাহ পর ফের ফিলার্স করাব, তবে এবার মুখে সূচ নয়—চিকিৎসকের নির্দেশ মেনেই সব হবে। তবে এ প্রক্রিয়া খুবই কষ্টদায়ক।’

বৈভবকে নিয়ে বিস্ময়কর তথ্য দিলেন সাঙ্গাকারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএলে রাজস্থানের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ক্রিকেটবিশ্বে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন কিশোর প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। আইপিএলে শতরান করার পর ইংল্যান্ড সফরে দেশের হয়েও দুর্দান্ত খেলছেন তিনি। এবার তাকে নিয়ে চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেট ডিরেক্টর কুমার সাঙ্গাকারা।

তিনি জানিয়েছেন, বৈভবের বয়স যখন মাত্র ১১, তখনই রাজস্থান রয়্যালস তাকে দলে নিতে চেয়েছিল। যদিও সেই সময় নানা কারণে বিষয়টি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

এ বছর আইপিএলে যখন বৈভবের অভিষেক হয় তখন তার বয়স ১৩। সম্প্রতি ১৪ পূরণ করেছে সে। অথচ ২০২৩-এ, অর্থাৎ দু’বছর আগেই তার কথা জানতে পেরেছিল রাজস্থান। এমনকি, তাকে ট্রায়ালে ডাকার ভাবনাচিন্তাও করা হয়েছিল। কোনও একটি কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে বরাবরই রাজস্থানের নজরে ছিল বৈভব।

স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাঙ্গাকারা বলেন, “সূর্যবংশী যে বিস্ময় প্রতিভা সেটা ও ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছে। ২০২৩-এ রাজস্থান রয়্যালসের একজন বিশেষজ্ঞ প্রথম বার ওর কথা আমায় বলেছিল। জানিয়েছিল, ওর প্রতি আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। দরকারে ট্রায়ালে ডেকে পরে সই করানো উচিত। অথচ বৈভবকে প্রথম বার চোখের সামনে দেখলাম ওকে সই করানোর পর। গুয়াহাটির নেটে ওর ব্যাটিং অবশ্য আগেই দেখেছি। জফ্রা আর্চার এবং বাকি জোরে বোলারদের কী অনায়াসে খেলছিল ও।”

বৈভবের খেলার বেশ কিছু গুণ ভাল লেগেছে সঙ্গকারার। তার ব্যাখ্যা, “ব্যাটিংয়ের সময় মনে হয় ওর কাছে অনেক সময় রয়েছে। ওর শটের আওয়াজ শুনে মনে হয় বন্দুক থেকে গুলি বের হলো। ব্যাটের সুইংও দুর্দান্ত। স্ট্যাম্পের বাইরের বল খুব ভাল খেলে। শরীরের নড়াচড়াও খুব ভাল। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের শট কী ভাবে উন্নত করা যায় তা নিয়ে সব সময় ভাবে।”

মাত্র ১৪ বছর বয়সেই এমন পরিণত পারফরম্যান্স, এমন মনোভাব—সব মিলিয়ে বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য বড় আশা দেখছে রাজস্থান রয়্যালস।

আইসিসিতে যুক্ত হলো নতুন ২টি দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সহযোগী সদস্যপদ পেয়েছে পূর্ব তিমুর ও জাম্বিয়া। রবিবার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আইসিসির নির্বাহী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইসিসি জানিয়েছে, ‘নতুন দুটি দেশ নিয়ে আইসিসি পরিবারের সদস্য সংখ্যা হলো এখন ১১০টি।’

আইসিসির সহযোগী সদস্যদের টি-টোয়েন্টি মর্যাদা রয়েছে। তাদের খেলা টি-টোয়েন্টিগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ হিসাবে গণ্য করা হয়।

আইসিসি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘এছাড়া গুরুমূর্তি পালানি (ফ্রান্স ক্রিকেট), অনুরাগ ভাটনগর (ক্রিকেট হংকং, চীন) এবং গুরদীপ ক্লেয়ার (ক্রিকেট কানাডা) আইসিসি প্রধান নির্বাহী কমিটিতে (সিইসি) সহযোগী সদস্য প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।’

আইসিসির বিদায়ি প্রধান নির্বাহী জিওফ অ্যালার্ডিস এবং বিদায়ি সিইসি সদস্য সুমোদ দামোদর (বতসোয়ানা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন), রাশপাল বাজওয়া (ক্রিকেট কানাডা) এবং উমাইর বাটকে (ক্রিকেট ডেনমার্ক) বিশ্বব্যাপী খেলাধুলায় অবদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল: ফের বাজিমাত ইংল্যান্ডের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আয়োজনের দায়িত্ব থাকছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) হাতেই। প্রতিযোগিতাটির আগামী তিন চক্রের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে ইংল্যান্ডের মাটিতে।

গত মাসে লর্ডসে অনুষ্ঠিত সবশেষ চক্রের ফাইনালের পর থেকে এটি আইসিসির বিবেচনায় ছিল। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আইসিসির বার্ষিক সম্মেলনে সিদ্ধান্তটির অনুমোদন দেওয়া হয়। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম দুই চক্রের ফাইনাল হয় যথাক্রমে সাউথ্যাম্পটন ও ওভালে। ২০২১ সালের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় নিউজিল্যান্ড। ২০২৩ সালে টেস্টের মুকুট পরে অস্ট্রেলিয়া, ফের রানার্সআপ হয় ভারত।

আর গত মাসে লর্ডসের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে ২৭ বছর পর কোনও আইসিসি ট্রফি জয়ের স্বাদ পায় প্রোটিয়ারা। এর আগে ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল তারা।

ICC WORLD TEST CHAMPIONSHIP

ধারণা করা হয়েছিল, ২০২৭ সাল থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হতে পারে ভারতে। কিন্তু ইংল্যান্ডকেই বেছে নিয়েছে আইসিসি। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ‘ইসিবির সফলভাবে সাম্প্রতিক ফাইনালগুলো আয়োজনের’ কথা বলেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্তা সংস্থা। আগামী ২০২৭, ২০২৯ ও ২০৩১ সালের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজনের দায়িত্ব পেয়ে ভীষণ খুশি ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গুল্ড।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR